44

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

তাহলে কষ্ট করে লেখাপড়া করতে যাবে কে

২৯শে নভেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু প্রতীক্ষিত ৭ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ যে ভাষণ প্রদান করেন তরুণ কণ্ঠের বন্ধুদের জন্য তা হুবহু পত্রস্থ করা হল।

বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। এই অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মধ্যে একটি। জ্ঞানচর্চা ও উচ্চশিক্ষার চাহিদা মিটাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে যেসব শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ অমূল্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁদের মধ্যে স্মরণ করছি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ আই এইচ জুবেরীকে। ১৯৫৫ সালে আমি রাজশাহীর সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন সময়ে তাঁর সঙ্গে অনেকবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কয়েকজন অফিসারসহ আমি তাঁর লাল কুঠিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি। তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। পরে ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সন পর্যন্ত সময়ে আমি নাটোরের মহকুমা প্রশাসক থাকাকালে প্রায়ই রাজশাহী কালেক্টরেটে আসার সময় এই মতিহারের পাশ দিয়েই যাতায়াত করতাম। তখন থেকে এই মতিহারকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। ১৯৬৮ সালে ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন প্রফেসর সামসুল হক। সে বছর তদানীন্তন প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আমি হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার হিসাবে এই মনোরম ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত এক সভায় যোগদান করি। তাছাড়া, আমার ক্লাসমেট ও সমসাময়িক কয়েকজন ছাত্রও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তাদের কাছ থেকেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আমি অবহিত হই। কাজেই, এই বিশ্ববিদ্যালয় একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক, এই ইচ্ছা আমি সব সময় পোষণ করে আসছি।

মানুষের মানবিক গুণের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। মানুষের অগ্রগতি এবং সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ, শিক্ষা তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষা মানুষের সামনে এক নব-দিগন্তের উন্মোচন ঘটায়; মানুষ তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে ওঠে। সামাজিক কল্যাণ ও দেশের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত শিক্ষিত সমাজ। আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার আনুপাতিক হারে অনেক কম। আর প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। ফলে আমাদের বিপুল জনসংখ্যাকে জন-সম্পদে রূপান্তরিত করার সদিচ্ছা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং আমাদের দেশের যুব সমাজকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, একথা নতুন করে বলার অবকাশ নেই। আমাদের সামনে একবিংশ শতাব্দীর নতুন চ্যালেঞ্জ এসে উপস্থিত হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ হলো বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়া। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা কতটা তৈরী হতে পেরেছি তা গভীরভাবে ভাবার সময় এসেছে। আধুনিক শিক্ষা বলতে বুঝায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার সাথে পরিচিত হওয়া এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করা। আধুনিক যুগ ও বর্তমান সভ্যতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর। কিন্তু বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার তেমন ব্যাপকতা নেই বা এর প্রসারে কারও তেমন ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেই। তদুপরি এসব দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার প্রয়াসও হতাশাব্যঞ্জক। বিজ্ঞান আজ অসাধ্য সাধন করেছে। ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের মাধ্যমে 'ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার বদৌলতে গোটা বিশ্ব একটি পরিবারে পরিণত হয়েছে। লন্ডন টাইমস, ওয়াশিংটন পোষ্ট, আসাহি সিম্বুন দৈনিক পত্রিকা ভোর হতেই আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পড়তে পারি। চিকিৎসা ক্ষেত্রে আরও বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে। রিমোট কন্ট্রোল-এর মাধ্যমে শত শত মাইল দূরে শয্যাগত রোগীর ক্যান্সার সার্জারী সম্ভব হচ্ছে। মানুষের জীবন-কাল বা Longevity অনেক বেড়ে গেছে। এই উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু আমাদের শিক্ষার মান সর্বস্তরে খুব নীচে নেমে গেছে। পাইকারীভাবে পরীক্ষায় নকলের জন্য আমাদের শিক্ষার সার্টিফিকেট অন্য দেশে গৃহীত হয় না। নকল করার প্রধান কারণ স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল পড়াশুনা হয় না। সেখানে লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। এর প্রধান কারণ, ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অহরহ হচ্ছে। তাছাড়া, সন্ত্রাসের মাধ্যমে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। এ সমস্ত ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য বর্তমানের ছাত্র রাজনীতি দায়ী। ছাত্র রাজনীতির নেতারা এটাকে খুব লাভবান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। এর সাহায্যে তারা অতি অল্প সময়ে কোটিপতি হয়ে যাচ্ছে। যদি লেখাপড়া না করে সন্ত্রাসী ছাত্র রাজনীতি করে বিত্তবান হওয়া যায়, এমনকি এমপি বা মন্ত্রীও হওয়া যায়, তাহলে কষ্ট করে লেখাপড়া করতে যাবে কে? জাতীয় পর্যায়ে বিষাক্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিফলিত হচ্ছে। ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ হিসেবে কাজ করছে বলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ লেখাপড়া হচ্ছে না। আমি বার বার বলে আসছি যে, দেশের মঙ্গলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো যেন ছাত্রদেরকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করে দেয় এবং ছাত্র ও ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে। তা না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের দেশ আয়তনে খুব ছোট, কিন্তু লোকসংখ্যার আকৃতি খুব বিরাট। কঠোরভাবে পরিবার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ছাত্র-শিক্ষক তথা সকল শ্রেণীর লোকের অবশ্য কর্তব্য। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কোঠায় না আনা পর্যন্ত আমাদের পরিবার পরিকল্পনাকে সফল বা Successful বলা যাবে না। এদিকে আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করে প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের বিরাট জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে অবশ্যই পরিণত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞান অন্বেষণের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। শিক্ষক ও ছাত্রের মিলিত প্রয়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন জ্ঞানের চর্চায় মুখরিত থাকবে- এটা সবার প্রত্যাশা। তাদের গবেষণা হবে মানব কল্যাণের দিশারী। আজকাল এই প্রতিযোগিতার বিশ্বে টিকে থাকতে হলে সবক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জ্ঞান আমাদের অবশ্যই অর্জন করতে হবে। নইলে জাতি হিসেবে আমরা গরীব, পরনির্ভরশীল ও ভিখারী হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবো।

প্রিয় গ্রাজুয়েটগণ, আজ তোমরা শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছো। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জিত পুথিগত জ্ঞান এখন বাস্তব সমস্যার সমাধানে কাজে লাগাতে হবে। তোমরা থাকবে উন্নত চরিত্রের অধিকারী-সৎ, কঠোর পরিশ্রমী ও সর্বোপরি দেশপ্রেমিক। স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে তোমরা কৃতকার্য হও। তোমাদের প্রতি আমার এই আশীর্বাদ রইল।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফল হোক, এই কামনা করে এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান